চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৫ মার্চ ২০২২

হান্নানের কবরে ফলক উন্মোচন ও শ্রদ্ধা নিবেদনকালে মেয়র

কোন মেজর নয় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে
প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন এম.এ হান্নান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, কোন এক মেজরের কণ্ঠে নয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে তৎকালীন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জননেতা এম.এ হান্নান প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন কালুঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। ইতিহাস বিকৃতি করে যারা স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা হিসেবে দাবী করেন তাদের সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের কাছে প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার সময় এসেছে। তিনি আরো বলেন, ইতিহাসের সত্য কেউ গোপন করতে পারে না, কারণ ইতিহাস তার সঠিক নিয়মেই চলে। মেয়র নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়েই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বির্নিমানে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, ৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করে একটি দল মিথ্যা ইতিহাস প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত। তারা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযোদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানা থেকে দূরে রেখে ছিলো। বঙ্গবন্ধুন তনয়া শেখ হাসিনা সরকার প্রতিষ্ঠা করে নতুন প্রজন্মকে প্রকৃত ইতিহাস থেকে জ্ঞান অর্জন করার দ্বার উন্মোচন করেন। এরই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে উন্নত দেশ হিসেবে পরিণত হতে পারে। সেই লক্ষে আমাদের কাজ করতে হবে।

আজ শুক্রবার সকালে স্টেশন রোডস্থ চৈতন্য গলি নগর বাইশ মহল্লা কমিটির কবরস্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহানের পক্ষে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা এম.এ হান্নানের সমাধিতে ফলক উন্মোচন ও শ্রদ্ধা নিবেদনকালে তিনি একথা বলেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্যানেল মেয়র আবদুস সবুর লিটন, মো. গিয়াস উদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান, মহানগর কমান্ডার মোজাফফর আহমদ, এ.কে.এম সরোয়ার কামাল, বাইশ মহলা কমিটির সর্দ্দার মো. ইউসুফ সর্দার, এস.এম শওকত হোসেন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, অধ্যাপক মো. ইসমাইল, ড. নিছার উদ্দিন আহমদ মঞ্জু, ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরী, হাসান মুরাদ বিপ্লব, আবদুল মান্নান, চসিক সচিব খালেদ মাহমুদ, উপসচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, দোকান মালিক সমিতির মো. সাহাব উদ্দিন, আওয়ামী লীগ নেতা সালাউদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, নির্বাহী প্রকৌশলী রেজাউল বারী ভূইয়া, স্থপতি আবদুল্লাহ আল ওমর প্রমুখ।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন কমান্ডার মোজাফ্ফর আহমেদ।

২৫ মার্চে শহীদদের স্মৃতির প্রতি মেয়র শ্রদ্ধা নিবেদনকালে মেয়র

৭১এর ২৫ মার্চের গণহত্যা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে জঘণ্যতম ও নির্মম ঘটনা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, ৭১সালের ২৫ মার্চ কালোরাতে নিরস্ত্র বাঙালি জাতির উপর যে গণহত্যা চলেছিলো তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। এই গণহত্যার পর বাঙালি জাতি মুক্তিযোদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করবে এই উপলব্ধি পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ধারণ করতে পারেনি। ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থে একটি গণযুদ্ধ। এই যুদ্ধে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুবক, মা-বোনেরাসহ আমজনতা অংশ নিয়েছিলো বলেই মাত্র নয়মাস সম্মুখ সমরে যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে।

তিনি আরো বলেন, বাঙালির স্বাধীনতার জন্য তীতুমীর, হাবিলদার রজব আলী, সূর্যসেন, এমনকি নেতাজী সুভাষ বসুর মত নেতার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। কেউ স্বাধীনতা অর্জনে সফল হতে পারে নাই। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই একমাত্র নেতা যিনি স্বাধীনতা এনে দিতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাসরে সঠিক জরিফে ত্রিশ লাখের ও বেশী বাঙালি এই স্বাধীনতার জন্য শহীদ হয়েছেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালি জাতির জন্য বড় আত্মদান। এই আত্মদান তখনই স্বার্থক হবে যখন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গ্রহণ করা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবাইকে আন্তরিক হয়ে উন্নত বিশ্বে পর্দাপনে কাজ করে যেতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

আজ শুক্রবার সকালে পাহাড়তলী জাকির হোসেন রোডস্থ বধ্যমূমিতে গণহত্যা দিবস উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে তিনি একথা বলেন।

এছাড়াও ২৫ মার্চ কালোরাতে শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনায়, সিটি কর্পোরেশনের টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী ভবনের সম্মেলন কক্ষে খতমে কোরআন, দোয়া ও বিশেষ মুনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্যানেল মেয়র আবদুস সবুর লিটন, মো. গিয়াস উদ্দিন,ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবদুস সালাম মাসুম, ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরী, ড. নিছার উদ্দিন আহমদ মঞ্জু, হাসান মুরাদ বিপ্লব, অধ্যাপক মো. ইসমাইল, চসিক সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, আইন কর্মকর্তা মো. জসিম উদ্দিন, অতি. প্রধান প্রকৌশলী মো. কামরুল ইসলাম, উপসচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু প্রমুখ। মুনাজাত পরিচালনা করেন চসিক মাদ্রাসা পরির্দশক মাওলানা মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ চৌধুরী।

সোয়াত জাহাজ অবরোধ দিবসে মেয়র

২৪ মার্চ সোয়াত জাহাজ প্রতিরোধ দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হউক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, ১৯৭১ সালের ৭মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণের পর বাংলার ছাত্র-যুবক, শ্রমিক, কৃষকসহ সর্বস্তরের জনতা সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো।এই পরিস্থিতে পাক হানাদার সোয়াত জাহাজের মাধমে অস্ত্র নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের ১৭নং জেটিতে ভিড়ে। ২৪ মার্চ ৭১'র সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করতে চাইলে ডক বন্দর শ্রমিক কর্মচারীরা তা খালাসে অস্বীকার করে। পরে শ্রমিক কর্মচারী ও জনতার প্রবল প্রতিবাদ এবং অবরোধের কারণে পাক বাহিনী অস্ত্র খালাসে ব্যর্থ হয়। সেদিন বারিক বিল্ডিং থেকে নিউমুরিং পর্যন্ত রনক্ষেত্রে পরিণত হয়। অসংখ্য শ্রমিক এবং জনতা পাক বাহিনীর গুলিতে শহীদ হয়, এই দিনটি ছিলো মুক্তিযুদ্ধের সূচনার প্রথম প্রতিরোধ ও শহীদদের গৌরবের ইতিহাস। এই দিনটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানানো হয়। গতকাল ২৪ মার্চ বৃহস্পতিবর বিকেলে বন্দর ফকির হাটের পার্শ্বে মাঠে সোয়াত জাহাজ অবরোধ দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় শ্রমিক লীগ আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

জাতীয় শ্রমিক লীগ ডক বন্দর শ্রমিক লীগ সভাপতি সোয়াত জাহাজ প্রতিরোধকারী নেতা আবদুল খালেক চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয় ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি কমোডর

(অব:)জোবায়ের আহমদ, মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট মাহফুজুর রহমান খান। অন্যান্যের মধ্যে আলহাজ্ব জহুর আহমদ, আবদুর রশিদ, বিশ্বজিৎ দেব, মেজবা উদ্দিন মোর্শেদ, শেখ নওশাদ সরওয়ার পিন্টু, মো. শাহজাহান, মো. রফিক, ইদ্রিস কেরানী, আবদুল জলিল মেম্বার, এরশাদুল আলম, ফেরদৌস আলম, মো. রফিক প্রমুখ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কমোডর জোবায়ের আহমদ বলেন, বন্দর শ্রমিকরা হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রাণ ভোমরা। বন্দর চালু রাখতে তাদের ভূমিকা অনন্য। তিনি আরো বলেন, বন্দর শ্রমিকগণ বন্দরে শ্রম দিয়ে সারা বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে চালু রাখে। সুতরাং বন্দর শ্রমিদের ন্যর্যদাবী দাওয়া মেনে নেওয়া উচিত। তিনি সোয়াত জাহাজ প্রতিরোধ দিবসকে জাতীয় দিবস ঘোষণার দাবীর সাথে একমত পোষণ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা মাহফুজুর রহমান খান বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিকরা বন্দর দিন-রাত চালু রাখে বলেই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হচ্ছে। তিনি বন্দর শ্রমিকদের ন্যর্য দাবী দাওয়া প্রদানে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩